রমযান বিষয়ে জাল ও দুর্বল হাদিসসমূহ
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011-1432

الأحاديث الضعيفة والموضوعة في رمضان

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

রমযান বিষয়ে জাল ও দুর্বল হাদিসসমূহ

এক.
রমযান কাছে এলে আমরা অনেকে নিম্নের দোয়াটি পড়ি, তবে এমন লোক খুব কম আছি যারা এর শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত:
"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"
“হে আল্লাহ, আপনি রজব ও শাবান মাসে আমাদের জন্য বরকত রাখুন এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছার তাওফিক দিন”।
হাদিসের সনদ:
ইমাম আহমদ তার “মুসনাদ” গ্রন্থে বলেন: আমাদেরকে বলেছে আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন বলেছে উবাইদুল্লাহ ইব্ন ওমর, ইব্ন আবির রাকাদ থেকে, তিনি যিয়াদ আন-নুমাইরি থেকে, সাহাবি আনাস ইব্ন মালেক থেকে, তিনি বলেন: রজব আগমন করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:... ...
ইব্নুস সুন্নি ফিল “আমালিল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ”: (৬৫৯), এ হাদিস ইব্ন মুনি সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে ইব্ন ওমর আল-কাওয়ারিরি।
বায়হাকি ফি “শুআবিল ঈমান”: (৩/৩৭৫), তিনি বর্ণনা করেন আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফেয সূত্রে, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে আবু বকর ইব্ন মুয়াম্মাল, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে ইব্ন শারানি, আল-কাওয়ারিনি থেকে।

3

আবু নু‘আইম ফিল “হিলইয়াহ”: (৬/২৬৯), তিনি এ হাদিস হাবিব ইব্ন হাসান ও আলি ইব্ন হারুন সূত্রে, তারা উভয়ে বলেছেন আমাদেরকে বলেছে ইউসূফ আল-কাদি, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে ইব্ন আবু বকর, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে ইব্ন আবির রাকাদ।
এ হাদিস বাযযার তার “মুসনাদ” গ্রন্থে করেছেন আহমদ ইব্ন মালেক আল-কুশাইরি থেকে,
সে যায়েদা থেকে।
এ হাদিসের সনদে দু’টি দোষ বা সমস্যা রয়েছে, হাদিস বিশারদগণের নিকট যার পরিভাষিক নাম হচ্ছে ইল্লত, অর্থাৎ হাদিসে দু’টি ইল্লত রয়েছে:
প্রথম ইল্লতঃ এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইব্ন আবির রাকাদ, তার সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণের মূল্যায়ন দেখুন:
আবু হাতেম বলেছেন: আবির রাকাদ যিয়াদ ইব্ন নুমাইরি থেকে মারফূ সনদে মুনকার হাদিস বর্ণনা করে, জানি না এ সমস্যা তার থেকে না
তার উস্তাদ যিয়াদ থেকে। সে যিয়াদ ব্যতীত অন্য কারো থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে কিনা তাও জানি না, যার সূত্র ধরে তার হাদিস যাচাই করব।
বুখারি বলেছেন: তার হাদিস মুনকার।
আবু দাউদ বলেছেন: তার হাদিস সম্পর্কে কিছু জানি না।
নাসায়ি বলেছেন: তাকে চিনি না।
যাহাবি “দেওয়ানে দুয়াফাতে” বলেছেন: সে কোন দলিল নয়।
হাজার বলেছেন: তার হাদিস মুনকার।
“মুনকার” হাদিস:
4

হাদিস বিশারদদের একটি পরিভাষা হচ্ছে “মুনকার ”, এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন:

((الحـــديث عن الضـــعفاء قد يُحْتـــاج إليه في وقتٍ، والمنكر أبدًا منكر))

“দুর্বল বর্ণনকারীদের হাদিস কখনো প্রয়োজন হয়, কিন্তু মুনকার সর্বদা মুনকার ”। দেখুন : “ইলালুল মারওয়াযী ”: হাদিস নং : (২৮৭), “ ইব্ন হানি ”: (১৯২৫-১৯২৬), রজব “শারহুল ইলাল ”: (১/৩৮৫) ইব্ন হানি থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদের কথার অর্থ হচ্ছে : মুনকার সর্বদা পরিত্যক্ত , এর বিপরীতে দুর্বল হাদিসের প্রয়োজন হলেও মুনকার কখনো গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয় ইল্লতঃ এ হাদিসের অপর বর্ণনাকারী যিয়াদ আব্দুল্লাহ নুমাইরি আল -বিসরি , (ইব্ন আবির রাকাদের উস্তাদ): তার সম্পর্কে হাদিস বিশারদদের বক্তব্য শুনুন :

ইয়া ইব্ন মায়িন বলেছেন : তার হাদিস দুর্বল।

আবু হাতেম বলেছেন : তার হাদিস লেখা যাবে , কিন্তু দলিল হিসেবে পেশ করা যাবে না।

আবু উবাইদ আজুররি বলেছেন : আমি আবু দাউদকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি , তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন।

হিব্বান ‘মাজরুহ ’ বা দোষী ব্যক্তিদের আলোচনায় বলেন: তার হাদিস মুনকার। আনাস থেকে সে এমন কিছু বর্ণনা করে, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে মিলে না , তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ নয়।

দারা কুতনি বলেছেন : সে দলিল নয়।

হাজার বলেছেন : সে দুর্বল।

5

হাদিস সম্পর্কে আলেমদের মতামত :

বায়হাকি তার “শুআবুল ঈমান”: (৩/৩৭৫) গ্রন্থে বলেন : হাদিস শুধু যিয়াদ ইব্‌ন নুমাইরি তার থেকে শুধু যায়েদা ইব্‌ন আবির রাকাদ বর্ণনা করেছেন।

বুখারি বলেছেন : নুমাইরি থেকে যায়েদা ইব্‌ন আবির রাকাদ বর্ণিত হাদিস মুনকার।

ইমাম নববী তার “আযকার”: (পৃ .২৫৪) গ্রন্থে বলেন: “হিলইয়াতুল আউলিয়া ” গ্রন্থে এ হাদিস আমরা দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছি।

ইমাম যাহাবি “মিযানুল ইতিদাল ”: (৩/৯৬) গ্রন্থে যায়েদার জীবনী আলোচনায় এ হাদিস উল্লেখ করে বলেন : এ হাদিসও দুর্বল।

হায়সামি তার “মাজমাউয যাওয়ায়িদ ”: (২/১৬৫) গ্রন্থে বলেন : “বাযযার এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, সনদে যায়েদা ইব্‌ন আবির রাকাদ আছে , ইমাম বুখারি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন , আলেমদের একটি জামাত তাকে অপরিচিত বলেছেন”।

তিনি আরো বলেন : “বাযযার ও তাবরানি আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন , সনদে যায়েদা ইব্‌ন আবির রাকাদ আছে , যার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে , কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন ”। “মাজমাউয যাওয়ায়িদ ”: (৩/১৪০)

আলান ফি “ফুতুহাতির রাব্বানিয়াহ ”: (৪/৩৩৫) গ্রন্ হাজার থেকে নকল করে বলেন : হাজার বলেছেন এ হাদিস গরিব , ইমাম বাযযার ও আবু নুআইম তা বর্ণনা করেছেন।

6

আহমদ আল-বান্না “বুলুগুল আমানি”: (৯/২৩১) গ্রন্থে বলেন: অধ্যায়ের এ হাদিসে যিয়াদ নুমাইরি রয়েছে, সে দুর্বল।
ইমাম সুয়ূতি এ হাদিস তার “জামে সগির” বায়হাকি ফি “শুআবিল ইমান” ও ইব্ন আসাকের সূত্রে উল্লেখ করে তার দুর্বলতার দিকে ঈঙ্গিত করেছেন, এর অন্যান্য সনদও রয়েছে, যার একটি অপরটি দ্বারা শক্তিশালী হয়”। কিন্তু তিনি সেসব সনদ উল্লেখ করেন নি!? বস্তুত এ হাদিসের সনদ একটি।
আহমদ শাকের “মুসনাদের তাখরিজ”: (৪/১০০-১০১) গ্রন্থে হাদিস নং: (২৩৪৬) এ বলেন: এর সনদ দুর্বল।
শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমদের “তাখরিজ”: (৪/১৮০), গ্রন্থে হাদিস নং: (২৩৪৬) এ বলেন: এর সনদ দুর্বল।
আলবানি “মিশকাতের তাখরিজ”: (১/৪৩২), গ্রন্থে হাদিস নং: (১৩৬৯) এ বলেন: “জামেউস সাগির” গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতি বলেন বায়হাকি তার “শুআবুল ইমান” গ্রন্থে এ হাদিস উল্লেখ করেছেন। মুনাভি তার পশ্চাতে বলেন: লেখকের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বায়হাকি হাদিস বর্ণনা করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা এমন নয়, বরং বায়হাকি তার পিছু নিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন: ... অতঃপর বায়হাকির উল্লেখিত কথা নকল করেন। (অর্থাৎ বায়হাকি বলেন: ইমাম বুখারি বলেছেন: নুমাইরি থেকে যায়েদা ইব্ন আবির রাকাদ বর্ণিত হাদিস মুনকার।)

7

ড. আমের হাসান সাবরি বলেন : এর সনদ দুর্বল। দেখুন : " ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ফিল মুসনাদ ": (পৃ .১৯৮)

দুই .

((شهر رمضان أوله رحمه و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار))

"রমযান মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ মাগফেরাত ও শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির"। এ হাদিস মুনকার।

দেখুন : "কিতাবুদ দুয়াফা" লিল উকাইলি : (২/১৬২), "আল- ফি দুয়াফায়ির রিজাল" লি ইব্ন আদি: (১/১৬৫), " ইলালিল হাদিস " লি ইব্ন আবি হাতেম : (১/২৪৯), "সিলসিলাতিল আহাদিসুস দায়িফা ওয়াল মাওদুয়াহ" লিল আলবানি: (২/২৬২) ও (৪/৭০)

তিন.

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ . حديث ضعيف .

"যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া রমযানের একদিন সওম ভঙ্গ করল অথবা অসুস্থতা ব্যতীত, পুরো বছরেও তার কাযা হবে না, যদিও সে পুরো বছর সওম পালন করে"। হাদিসটি দুর্বল।

ইমাম বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে হাদিসটি টিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রমযান অধ্যায় : (৪/১৯৪), হাদিসটি তিনি দুর্বল ক্রিয়া দ্বারা উল্লেখ করে বলেন : এ হাদিস আবু হুরায়রা থেকে মারফূ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ইমাম আবু দাউদ : (২৩৯৬), তিরমিযি : (৭২৩), মাজাহ : (১৬৭২), খুযাইমাহ : (৩/২৩৮), হাদিস নং :

৪

(১৯৮৮), আহমদ: (২/৩৭৬) প্রমুখগণ সাওরি ও শুবা থেকে, উভয়ে হাবিব ইব্ন আবি সাবেত থেকে, উমারা ইব্ন উমাইর থেকে, সে আবুল মিতওয়াস থেকে, সে তার পিতা থেকে, সে আবু হুরায়রা থেকে মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন।
তিরমিযি বলেন: এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনভাবে আবু হুরায়রার হাদিস জানতে পারেনি, আমি মুহাম্মদ (অর্থাৎ বুখারী) কে বলতে শুনেছি: মিতওয়াসের নাম ইয়াজিদ ইব্ন মিতওয়াস, এ হাদিস ব্যতীত তার সনদে বর্ণিত অন্য কোন হাদিস সম্পর্কে জানি না।
খুযাইমাহ তার সহিহ: (৩/২৩৮), গ্রন্থে হাদিস নং: (১৯৮৮)-তে বলেন: যদি হাদিসটি সহিহ হয়, আমি ইব্ন মিতওয়াস ও তার পিতার পরিচয় জানি না।
আব্দুল বার “তামহিদ”: (৭/১৭৩) গ্রন্থে বলেন: এ হাদিস দুর্বল, এ ধরণের হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া যায় না।
আবুল মিতওয়াস সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়: আবুল মিতওয়াস, ইব্নুল মিতওয়াস ও মিতওয়াস, সে একা এ হাদিস বর্ণনা করেছে ইব্ন হিব্বান বলেছেন: তার একার বর্ণনাকৃত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ হবে না।
ইব্ন হাজার “তাগলিক”: (৩/১৭১) ও “ফাতহুল বারি”: (৪/১৯১) গ্রন্থে বলেন: বুখারি তার “তারিখে” বলেছেন: আবুল মিতওয়াস একা এ হাদিস বর্ণনা করেছে, তার পিতা আবু হুরায়রা থেকে শুনেছে কি-না বলতে পারি না।
আমার বক্তব্য, (ইব্ন হাজার): এ হাদিসের আরেক হাবিব ইব্ন আবি সাবেত (সাওরি ও শুবার

উস্তাদ) সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে, অতএব এ হাদিসে তিনটি দোষ বিদ্যমান: ইজতেরাব, আবুল মিতওয়াস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার পিতার আবু হুরায়রা থেকে শ্রবণ করার ব্যাপারে সন্দেহ। ইমাম বুখারির নিকট হাদিস শুদ্ধ হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্তটি জরুরী।
আলবানি “তামামুল মিন্নাহ”: (পৃ.৩৯৬) গ্রন্থে বলেন: এ হাদিস দুর্বল, এ দুর্বলতার দিকে ঈঙ্গিত করে ইমাম বুখারি ويذكر বলেছেন। খুযাইমাহ তার সহিহ গ্রন্থে এ হাদিস দুর্বল বলেছেন। ইমাম মুনাভির বর্ণনা মতে মুনযিরি, বগভি, কুরতুবি, যাহাবি ও দিমাইরি প্রমুখগণ হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।
আলবানি তার “দায়িফাহ”: (২/২৮৩) গ্রন্থে বলেন: আবুল মিতওয়াস অপরিচিত বলে বুখারি প্রমুখগণ হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।
হাদিস বিশারদদের উক্ত মতামত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদিসটি দুর্বল, বরং অনেক আলেম বলেছেন: রমযানের দিনে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ইফতার করবে, সে তার বদলে একদিন কাযা করবে। এ হাদিসের ভিত্তিতে কেউ বলেননি রমযানের এক সওমের পরিবর্তে পুরো বছর সওম পালন করলেও আদায় হবে না, ইব্ন মাসউদ ব্যতীত, যেমন বুখারি বলেছেন আবু হুরায়রা বাদে ইব্ন মাসউদ এ কথা বলেছেন।
ইমাম বুখারি তাদেরও উল্লেখ করেছেন, যারা বলে যে রমযানের এক সওমের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে। তিনি বলেন: সায়িদ ইব্নুল মুসাইয়িব, শা’বি, জুবাইর, ইবরাহিম, কাতাদাহ ও হাম্মাদ বলেছেন: তার পরিবর্তে এক দিন কাযা করবে।

ইমাম বুখারি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের বিস্তারিত সনদ যারা বর্ণনা করেছে, ইব্ন হাজার তাদের সব সনদ উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের প্রায় অভিন্ন অভিমত যে, ইস্তেগফারসহ একদিনের পরিবর্তে এক দিন সওম কাযা করবে। বরং ইমাম বগভি “শারহুস সুন্নাহ”: (৬/২৯০) গ্রন্থে বলেন: আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তার স্থানে এক দিন কাযা করবে।
আজিম আবাদি “আউনুল মাবুদ”: (৭/২৯) গ্রন্থে বলেন: অধিকাংশ আলেমদের অভিমত হচ্ছে যে, রমযানের এক সওমের পরিবর্তে এক সওম যথেষ্ট, যদিও তার সওম ভঙ্গের দিনগুলো বড় ও কঠিন গরমের হয়, আর কাযা করার দিনগুলো হয় ছোট ও ঠাণ্ডা মৌসুমের।

মাসআলা: যদি কোন সওম পালনকারী রমযানের দিনে শরয়ী কোন কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস ব্যতীত সওম ভঙ্গ করে, যেমন পানাহার, অথবা ধুমপান, অথবা যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশার কারণে বীর্য বের হল, অথবা স্ত্রীকে উপভোগ করার সময় বীর্য বের হল ইত্যাদি। তার উপর কাযা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফীর এক ফতোয়া অনুযায়ী তাকে এক সওমের পরিবর্তে একটি সওম কাযা করতে হবে। কারণ ওযর থাকা সত্বেও আল্লাহ তা‘আলা অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব করেছেন, তাই ওযরহীন এর উপর অবশ্যই কাযা ওয়াজিব হবে। অবশিষ্ট দিন তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে, যেহেতু সে কারণ ছাড়া সওম ভঙ্গ করেছে। তার উপর

কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানিফা , মালেক ও ইমাম শাফীর এক ফতোয়া মোতাবেক তার উপর কাযাসহ কাফ্ফারা ওয়াযিব হবে। তবে কেউ যদি দিনের শুরু থেকে সওম না রাখে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। সওমের কাফ্ফারা সূরা মুজাদালায় বর্ণিত জিহারের কাফ্ফারার অনুরূপ। অর্থাৎ একটি গোলাম আযাদ করা , অথবা লাগাতার ষাটটি সওম পালন করা , অথবা ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করা। (দেখুন : সূরা মুজাদালা :৩-৪)

চার .

((صوموا تصحوا)) حديث ضعيف .

“সওম পালন কর সুস্থ থাক ” হাদিসটি দুর্বল ”। দেখুন : “তাখরিজুল ইহইয়া ” লিল ইরাকি : (৩/৭৫), “আল- ফি দুয়াফায়ির রিজাল ” লি ইব্ন আদি : (২/৩৫৭), “কিতাবুশ সাজারাহ ফিল আহাদিসিল ” লি ইব্ন তুলুন : (১/৪৭৯), “আল-ফাওয়েদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ ” লিশ শাওকানি : (১/২৫৯), “মাকাসিদুল হাসানাহ ” লিস সাখাভি : (১/৫৪৯), “কাশফুল খাফা ” লিল আজুলুনি : (২/৫৩৯), “সিলসিলাতিল আহাদিসুস দায়িফা ওয়াল মাওদুয়াহ ” লিল আলবানি: (১/৪২০)

পাঁচ .

((إن لله عند كل فطر عتقاء من النار)) حديث ضعيف .

“প্রত্যেক ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কিছু মুক্তি প্রাপ্ত বান্দা থাকে ”। হাদিসটি দুর্বল।

12

দেখুন : “তানজিহুশ শারিয়াহ ” লিল কিনানি : (২/১৫৫), “আল-ফাওয়াদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ ” লিশ শাওকানি : (১/২৫৭), “কাশফুল ইলাহি আন শাদিদিদ দায়িফ ওয়াল মাওদু ওয়াল ওয়াহি ” লিত তারাবুলসি : (১২/২৩০), “জাখিরাতুল হিফাজ” লিল কায়সারানি : (২/৯৫৬), “শুআবুল ঈমান ” লিল বায়হাকি : (৩/৩০৪), “আল-কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল ” ইব্ন আদি : (২/৪৫৫)

ছয়.

((لو يعلم العباد مافي رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ، إن الجنة لتتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول......الخ))

“বান্দারা যদি জানত যে , রমযানে কি রয়েছে , তাহলে তারা আশা করত পুরো বছর যেন রমযান হয় , নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয় ...”। হাদিসটি দুর্বল।

দেখুন : “আল-” লি ইব্ন জাওজি : (২/১৮৮), “তানজিহুশ শারিয়াহ ” লিল কিনানি : (২/১৫৩) “আল-ফাওয়াদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ ” লিশ শাওকানি : (১/২৫৪), “মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ” লিল হায়সামি : (৩/১৪১)

অনুরূপ আরেকটি হাদিস :

(إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول لدخول رمضان فتقول الحور العين : يا رب ، اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجًا)

নিশ্চয় জান্নাত এক বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমযান আগমনের জন্য সজ্জিত ও পরিপাটি করা হয়। জান্নাতী হুররা বলে : হে

13

আল্লাহ এ মাসে তোমার বান্দাদের থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্বাচন কর"। তাবরানি "আওসাত" ও "কাবির " গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ হাদিসের সনদে ওলিদ ইব্‌নুল ওলিদ আল-কালানাসি বিদ্যমান , সে দুর্বল।

সাত.

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول عند الإفطار : ((اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت)) حديث ضعيف

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ইফতারের সময় বলত : হে আল্লাহ আপনার জন্য সওম পালন করছি এবং আপনার রিযকের দ্বারাই ইফতার করছি "। হাদিসটি দুর্বল।

দেখুন : "খুলাসাতুল বাদরুল মুনির " লি ইব্‌নুল মুলাক্কিন : (১/৩২৭), হাদিস নং : (১১২৬), " হাবির " লিল হাফেজ ইব্‌ন হাজার : (২/২০২), হাদিস নং : (৯১১), "আল-আযকার" লিন নববী : (পৃ .১৭২), "মাজমাউজ জাওয়ায়েদ " লিল হায়সামি : (৩/১৫৬), "দায়িফুল জামে " লিল আলবানি, হাদিস নং : (৪৩৪৯)

আট.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا .

"এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে : আমি চাঁদ দেখেছি , তিনি বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও

14

যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: হে বেলাল মানুষকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী কাল সওম পালন করে”।
আবু দাউদ: (২৩৪০), তিরমিযী: (৬৯১), নাসায়ি ফিল কুবরা: (২৪৩৩), (২৪৩৪), (২৪৩৫) (২৪৩৬), মাজাহ: (১৬৫২), তারা হাদিসটি বর্ণনা করেন ইব্ন হারব সূত্রে, সে ইকরিমা থেকে, ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।
ইব্ন হারব সূত্রে বর্ণিত ইকরিমার হাদিসে ইজতেরাব রয়েছে, কখনো সে ইত্তেসাল সনদে বর্ণনা করে, কখনো মুরসাল সনদে।
যারা মুরসাল বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম তিরমিযি অন্যতম, তিনি বলেন: আব্বাসের হাদিসে ইখতিলাফ রয়েছে, সুফইয়ান সাওরি প্রমুখগণ সাম্মাক সূত্রে ইকরিমা থেকে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। সাম্মাকের অধিকাংশ ছাত্র সাম্মাকের সনদে ইকরিমা থেকে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন।
নাসায়ি তার কুবরা: (২৪৩৫) ও (২৪৩৬) গ্রন্থে বলেন: হাদিসটি মুরসাল।
ইব্ন হাজার “তালখিস” গ্রন্থে বলেছেন: মূল বর্ণনাকারী থেকে সাম্মাক যখন একা বর্ণনা করবে, সেটা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খ আলবানি “ইরওয়াউল গালিল”: (৯০৭) গ্রন্থে হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।
মুরসাল: তাবেয়ি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার সূত্র, অর্থাৎ

15

[illegible]

[illegible]:

[illegible].

عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اَلْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ " .

[illegible]

[illegible].

[illegible].

আদি: (৩/১২১০) বর্ণনা করেছেন। এ সনদে তিনটি ইল্লত : ইব্ন বাশীর আযদি দুর্বল ওলিদ ইব্ন মুসলিম ‘আনআনা’ দ্বারা বর্ণনা করেছে, এবং হাদিসটি মওকুফ।
৩. থেকেও ইব্ন আদি বর্ণনা করেছেন : (৩/১০৭৫), এ সনদে চারটি ইল্লত : আব্দুল ওয়াহহাব বালখি, সে হাদিসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, বরং আবি হাতেম তাকে মিথ্যুক বলেছেন ওলিদ ইব্ন মুসলিমের ‘আনাআনা’। শামিদের থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে জুহাইর মুহাম্মদ তামিমির দুর্বলতা, আর এটা সে শামিদের থেকেই। সনদের বৈপরিত্ব। দেখুন : যাখিরাতুল হুফজ : (৩৪৩৭), আসনাল মাতালেব : (৮৩৬), তাবইদুস সাহিফা : (২৮),

অনুরূপ আরেকটি হাদিস :

(الشتاء ربيع المؤمن).
“শীতকাল হচ্ছে মুমিনের বসন্তকাল”। হাদিসটি দুর্বল, কিন্তু তার অর্থ সঠিক।

দশ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا .
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “আমার নিকট প্রিয় বান্দা তারাই যারা দ্রুত ইফতার করে”।
তিরমিযি : (৭০০), আহমদ: (২/৩২৯), তিরমিযি বলেছেন: এ হাদিস হাসান, গরিব। শায়খ আহমদ শাকের “আল-মুসনাদ”: (১২/২৩১) গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ বলেছেন, হাদিস নং : (৭২৪০) এ

17

[illegible]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ . أخرجه البخاري (1957) ، ومسلم (1098) .

[illegible]

নিভিয়ে দেয়া ইত্যাদি , যা তাদের নিকট পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার আলামত , তারা এভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে , অথচ এটা যে তাদের নিকট পানাহার বন্ধ করার আলামত অনেকে তা জানে। বস্তুত এভাবে তারা নিশ্চিত সময়ের আশায় দেরিতে আযান দেয় , ফলে তাদের ইফতার হয় দেরিতে , আর সেহরি হয় দ্রুত। তারা এভাবে সুন্নতের বরকত ও কল্যাণ থেকে মাহরুম হয়। এ জন্য তাদের মধ্যে কল্যাণের সংখ্যা খুব কম , অনিষ্ট খুব বেশী। আল্লাহ সাহায্যকারী।

এগার.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُـرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ .

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত , তিনি ঘুমের সময় সুগন্ধি যুক্ত সুরমার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সওম পালনকারীর এর থেকে বেঁচে করা জরুরী ”। আবু দাউদ : (২৩৭৭), বুখারি ফিত তারিখিল কাবির : (৭/৩৯৮) আবু দাউদ বলেছেন : ইয়াহ ইব্ন মায়িন বলেছেন : এটা মুনকার হাদিস , অর্থাৎ সুরমার হাদিস।

জায়লায়ি লিখেছেন : “তানকিহ ”: এর লেখক বলেছেন : মা ’বাদ ও তার ছেলে উভয় অপরিচিত , আর রহমানকে ইব্ন মায়িন দুর্বল বলেছেন , আবু হাতেম আমাকে বলেছে সে সাদুক ”। জায়লায়ি : (২/৪৫৭)

ইমাম তিরমিযি সুরমা বিষয়ে বলেন : এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদিস প্রমাণিত নয়।

19

[illegible]:

(لا تكتحل بالنهار وأنت صائم)

"[illegible] [illegible] [illegible] [

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

ইব্ন উবাইদুল্লাহ নিজ পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন" ইব্ন খুযাইমা: (২০০৮), হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ونزلت معه ، فدعاني بكحل إثمد ، فاكتحل في رمضان وهو صائم إثمد غير ممسك .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে অবতরণ করেন, আমিও তার সাথে অবতরণ করি। তিনি আমাকে ইসমিদের সুরমা আনতে বললেন, অতঃপর তিনি সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করলেন। এ ইসমিদ শরীরের সাথ আঠার ন্যায় লেগে থাকা ইসমিদ নয়।

খুযাইমা বর্ণনা করে বলেন: আমি কোন দায়ভার নিচ্ছি না যে, এ সনদ মা'মার থেকে। অর্থাৎ এটা মা'মার বর্ণনা করেছেন এর নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না।

ইব্ন হাজার "তালখিস" গ্রন্থে বলেন: ইব্নু আবি হাতেম তার পিতা থেকে বলেছেন: এটা মুনকার হাদিস, তিনি মুহাম্মদের ব্যাপারে বলেছেন: তার হাদিস মুনকার, বুখারি অনুরূপ বলেছেন।

আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সওম পালনকারীদের সুরমা থেকে বিরত রাখার হাদিসগুলো সঠিক নয়।

21

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

আশআরি থেকে তার শব্দ বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয় অভিমতটি আমার নিকট অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ ভাল জানেন”। “তালখিসুল হাবির”: (২/২০৫)
আলবানি রাহিমাহুল্লাহ “সিলসিলাতুল আহাদিসিস দায়িফা” গ্রন্থে বলেছেন: হাদিসটি এভাবে শাজ... এ হাদিসের সনদ বাহ্যত বিশুদ্ধ, এর প্রেত্যেক বর্ণনাকারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। তবে এ হাদিসের মূল সমস্যা হচ্ছে এটা শায্ ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদিসের বিপরীত। ইমাম আহমদ বলেন: সুফিয়ান এ হাদিসটি যুহরি থেকে আমাদেরকে বলেছেন এভাবে:
" ليس من البر الصيام في السفر " .
যুহরি থেকে ইব্ন জুরাইজ, ইউনুস, ইব্ন আবি হাফসা ও জুবাইদি সকলে সুফিয়ানের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। মা’মার নিজেও বায়হাকির বর্ণনাতে সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যুহরি থেকে। আর এ বর্ণনাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংরক্ষিত।
কোন আলেম সন্দেহ করেন না যে, মা’মার বর্ণিত যে শব্দ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে মিলে যায়, তার থেকে সেটা গ্রহণ করতে হবে, তার দিকে ধাবিত হবে, কিন্তু মা’মার বর্ণিত যে শব্দ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত হয়, তা গ্রহণ করা যাবে না, কারণ সে বর্ণনা দুর্বল, তার উপর নির্ভর করা যাবে না, বিশেষ করে মা’মার এর ক্ষেত্রে। মা’মার যদিও নির্ভরযোগ্য এবং হাদিসের বড় ইমামদের একজন, তবুও তার

ব্যাপারে ইমাম যাহাবি বলেছেন: “তার থেকে সন্দেহমূলক প্রসিদ্ধ কিছু হাদিস রয়েছে, তার স্মরণ শক্তির দৃঢ়তা সত্বেও এসব সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আবু হাতেম বলেছেন: তার হাদিসগুলো ভাল, কিন্তু বসরাতে তিনি যেসব হাদিস বলেছেন তাতে ভুল আছে”। হাদিসের এ শব্দে মা’মার এর ভুলের বিষয়টি আরো নিশ্চিত হয় যে, সে অন্যান্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। কারণ এ কাব ইব্ন আসেম আশআরি ব্যতীত অন্যান্য সাহাবি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ, ইব্ন আবি বারজাতাল আসলামি, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আমর, ইব্ন ইয়াসার, আবুদ দারদা প্রমুখগণ, তাদের থেকে বিভিন্ন সনদে এ হাদিস বর্ণিত আছে, তাদের সকলের বর্ণনাকৃত শব্দ হচ্ছে:
" ليس من البر الصيام في السفر " .
তাদের সকলের হাদিস আমি “ইরওয়াউল গালিল” গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, যার ইচ্ছা সেখানে দেখে নিতে পারেন। এখানে শুধু হাদিসের দুর্বলতা বলে দেয়াই উদ্দেশ্য। কারণ এ হাদিসটি ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকট খুব প্রসিদ্ধ, করে যেহেতু ইব্ন হাজার তালখিসুল হাবির গ্রন্থে বলেছেন: “এটা ইয়ামানের কতক জনপদের ভাষা, তারা ‘মারেফা’র লামকে মিম দ্বারা পরিবর্তণ করে বলে, আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশআরিকে অনুরূপ শব্দেই সম্বোধন করেছেন, কারণ সেটা তার ভাষা, আবার এমনও হতে আশআরি তা নিজস্ব ভাষায় পরিবর্তণ করেছে, আর বর্ণনাকারীরা তার শব্দ বর্ণনা

24

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]: "ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر".
[illegible], [illegible], [illegible]:
" ليس مِن امْبِر امْصِيامُ في امْسَفر ".
[illegible], [illegible] [illegible]:
" ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر ".
[illegible]: [illegible]

[illegible].
(إني رأيت البارحة عجبًا .. رأيت رجلاً من أمـــتي يلهث عطشًـــا كلما ورد حوضًـــا مُنع وطُـرد . فجـاءه صـيامه فسقاه وأرواه)

[illegible]: “[illegible]...
[illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]”: (ك/[illegible]), [illegible]
[illegible]

[illegible].
(الصائمون ينفخ من أفـواههم ريح المسك ، ويوضع لهم مائدة تحت العرش
“[illegible] [illegible]”: (ك/[illegible]) [illegible]

[illegible].
(الصائم إذا أُكل عنده صلت عليه الملائكة
“[illegible]” [illegible]: ([illegible]), [illegible]: ([illegible]), [illegible]: ([illegible]), [illegible]

দেখুন : "সিলসিলাতুল আহাদিসুস দায়িফাহ": (১৩৩২)

ষোল.

(نوم الصائم عبادة)
"সওম পালনকারীর ঘুম ইবাদত"। হাদিসটি ইমাম সুয়ূতি "জামে সাগির": (৯২৯৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বায়হাকির বরাতে উল্লেখ করে, বর্ণনাকারী ইব্ন আবু আওফার কারণে হাদিসটি দুর্বল বলেন। জায়নুদ্দিন ইরাকি, বায়হাকি ও সুয়ূতি প্রমুখগণ হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। দেখুন : "আল-ফিরদাউস": (৪/২৪৮), "ইতহাফুস সাদাত": (৪/৩২২)

সতের.

(رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر)
"অনেক সওম পালনকারী আছে, যাদের সওম হচ্ছে ক্ষুধা ও পিপাসা। অনেক রাত জাগরণকারী আছে, যাদের রাত জাগা হচ্ছে শুধু বিনিন্দ্রা রাত কাটানো" ইব্ন মাজাহ : (১৬৯০), এর সনদে উসামা বিন যায়েদ আদাভি রয়েছে সে দুর্বল। তবে হাদিসের অর্থ সঠিক।

আঠার.

(من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر)
"রযমানে এশার সালাত যে জামাতের সাথে পড়ল, সে লাইলাতুল কদর লাভ করল"। ইস্পাহানি ও আবু মুসা মাদিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক তার "মুয়াত্তা": (১/৩২১)

29

গ্রন্থে হাদিসটি বালাগানি বলে উল্লেখ করেছেন, এটা মূলত ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব এর বাণী ইব্‌ন খুযাইমাহ : (২১৯৫), ইব্‌নুল মাদিনি এর সনদে বিদ্যমান উকবা ইব্‌ন আবিল হাসনা অপরিচিত, সে দুর্বল।

উনিশ.

(كـــان إذا دخلت العشر اجتنب النســـاء واغتسل بين الأذانين ، وجعل العشاء سحورًا)

“রমযানের শেষ দিন প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের থেকে পৃথক থাকতেন ও দুই আযানের মধ্যবর্তী গোসল করতেন এবং রাতের খাবারকে সেহরি হিসেবে খেতেন ”। হাদিসটি বাতিল , এ সনদে হাফস ওয়াকেদ রয়েছে ইব্‌ন আদি বলেছেন : এ হাদিসটি আমাদের দেখা সব চেয়ে বেশী মুনকার। আরো কয়েকটি সনদে এ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে , তার প্রত্যেকটি দুর্বল।

বিশ.

(من صـــام بعد الفطر يومًا فكأنما صـــام الســـنة) ، وحديث : (الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار)

“ঈদুল ফিতরের পর যে ব্যক্তি একদিন সওম রাখল, সে যেন পুরো বছর সওম পালন করল ”। হাদিস : “রমযানের পর সওম পালনকারী পালায়নের পর ফিরে আসা ব্যক্তির ন্যায় ”। দেখুন : “কানজুল উম্মাল ”: (২৪১৪২) মূলত : এটি কোন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

30

একুশ.

(من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة)

“যে বক্তি রমযান, শাওয়াল, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। আহমদ: (৩/৪১৬), এ হাদিসে একজন বর্ণনাকারী নাম উল্লেখ করা হয়নি, হাদিসটি দুর্বল এতে সন্দেহ নেই।

বাইশ.

(ذاكر الله في رمضان مغفور له)

“রমযানে আল্লাহকে স্মরণকারী ক্ষমা প্রাপ্ত”। হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সুয়ূতি “জামেউস সাগির”: (৪৩১২) গ্রন্থে, “আওসাত” গ্রন্থে তিনি তাবরানির বরাতে উল্লেখ করেছন। হাদিসটি আরো উল্লেখ করেছেন বায়হাকি “শুআবুল ঈমান” গ্রন্থে। এ হাদিসের সনদে হিলাল আব্দুর রহমান বিদ্যমান সে দুর্বল।

তেইশ.

(استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل)

“তোমরা সেহরি দ্বারা দিনের সওম এবং দিনের কায়লুলা দ্বারা রাতের কিয়ামের জন্য সাহায্য গ্রহণ কর”। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ও ইবন মাজাহ, হাদিসের সনদে জামআহ ইবন সালেহ ও ইবন হিরাম বিদ্যমান, তারা উভয়ে দুর্বল, তাই হাদিসও দুর্বল।

চব্বিশ .

(ثلاثة لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام)

31

“তিনটি বস্তুর কারণে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গ হবে না: শিঙা, বমি ও স্বপ্ন দোষ”।
তিরমিযি: (৭১৯), তিনি হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।
মাসআলা: স্বপ্ন দোষের কারণে সওম ভঙ্গ হবে না।

পঁচিশ.
) تحفة الصائم الدهن والمجمر (
“সওম পালনকারীর হাদিয়া হচ্ছে তৈল ও ধূপদানি”। তিরমিযি: (৮০১), তিনি হাদিসটি দুর্বল বলেছেন, সনদে বিদ্যমান সাদ ইব্ন তারিফ দুর্বল।

ছাব্বিশ.

) إن لله في كل ليلة ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد ما مضى (
“নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি রাতে ছয় লাখ লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যখন সর্ব শেষ রাত আসে, তখন তিনি পূর্বের সম পরিমাণ মুক্ত করেন”। বায়হাকি, এটা মুরসাল, হাসান বসরির কথা।

সাতাশ.

) خصاء أمتي الصيام (
“আমার উম্মতের নপুংসকতা হচ্ছে সওম”। আলবানি “মিশকাতুল মাসাবিহ”: (১/২২৫), গ্রন্থে বলেন: এর সনদ জানতে পারিনি, কিন্তু শায়খ ক্বারি: (১/৪৬১), মিরাক থেকে বলেন, এতে সমস্যা রয়েছে।

আটাশ.

(الصوم نصف الصبر)
“সওম ধৈর্যের অর্ধেক ” এর সনদে মুসা ইব্‌ন উবাইদাহ বিদ্যমান , তার দুর্বলতার ব্যাপারে সবাই একমত। তিরমিযি : (৩৫১৯), মাজাহ : (১৭৪৫), আহমদ ও বায়হাকি। আলবানি “দায়িফুল জামে ” গ্রন্থে হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।

ঊনত্রিশ .
(من قـــــام ليلة العيد) . وفي لفظ : (من أحياها محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)
“যে ঈদের রাত জাগ্রত থাকে ” অন্য বর্ণনায় আছে: “যে ব্যক্তি ঈদের রাত সওয়াবের নিয়তে জাগ্রত থাকে , তার অন্তর মারা যাবে না , যে দিন সকল অন্তর মারা যাবে ” ইব্‌ন মাজাহ , এ হাদিস দুর্বল।

ত্রিশ .

(ليس في الصوم رياء)
“সওমের রিয়া বা লৌকিকতা নেই ”। বায়হাকি। সনদটি দুর্বল।

.একত্রিশ
(صيام رمضان بالمدينة كصيام ألف شـهر فيما سـواه) وفي لفظ : (خـــير من ألف رمضـــان فيما سـوـــاه من البلدان)
“মদিনায় এক রমযান সওম , অন্যান্য শহরে হাজার মাসের সওমের সমান ”। অন্য বর্ণনায় আছে: “দুনিয়ার অন্যান্য শহরে হাজার রমযানের তুলনায় উত্তম ”। বায়হাকি , তিনি

33

হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। তাবরানি ফিল কাবির, দিয়া ফিল মুখতারাহ্। হায়সামি বলেছেন: হাদিসের সনদে আব্দুল্লাহ ইব্ন কাসির বিদ্যমান, সে দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার মিজানুল ই'তিদাল গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদ অন্ধকার।

বত্রিশ.

(سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة)

"সকল মাসের সরদার হচ্ছে রমযান, সব চেয়ে বেশী সম্মানিত হচ্ছে জিল হজ্জ"। বাযযার ও দায়লামি। হাদিসটি সঠিক নয়।

তেত্রিশ.

(إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – صلاة التراويح)

"আসমানে এত সংখ্যাক ফেরেশতা রয়েছে, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, যখন রমযান আগমণ করে, তখন তারা উম্মতে মুহাম্মদির সাথে রমযানের তারাবিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে"। বায়হাকি ফি শুআবুল ঈমান: (৩/৩৩৭), তিনি আলির কথা হিসেবে এটা বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতি দুররুল মানসুর: (৮/৫৮২) একে দুর্বল বলেছেন। কানজুল উম্মাল: (৮/৪১০)

চৌত্রিশ.

(إن للصائم عنده فطره دعوة لا ترد)

"সওম পালনকারীর ইফতারের সময় দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়"। আহমদ: (২/৩০৫),

34

তিরমিযি: (৩৬৬৮), খুযাইমাহ: (১৯০১), মাজাহ: (১৭৫২), হাদিসের সনদে বিদ্যমান ইসহাক ইব্ন উবাইদুল্লাহ মাদানি অপরিচিত। ইবনুল কাইয়্যেম হাদিসটি “যাদুল মায়াদ” গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযিও হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। হাদিসটি দুর্বল।

জ্ঞাতব্য: আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী দুর্বল হাদিসের উপর আমল করা যাবে না, না ফাযায়েলে, না আহকামে, না অন্য কোন বিষয়ে। আমরা শুধু তারই অনুসরণ করব, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। দুর্বল হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়, তবে মানুষদের জানানো জন্য ও দুর্বলতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হলে তা বর্ণনা করা যাবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উপর যে এমন কথা বলল, যা আমি বলেনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়”। আল্লাহ ভাল জানেন।

সমাপ্ত

35